



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিনুল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মুর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়শিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অর্প

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ

৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

আমাদের সমাজ যেন ক্রমেই আরো কলুষিত হয়ে পড়ছে। দুর্নীতি, অনিয়ম গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছুই। এখানে আজ একজন সুন্দর সং জীবনের কথা চিন্তা করতেও ভয় পায়। প্রতিনিয়ত সে হয় প্রতারিত। প্রতারিত হয় রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, কর্মচারী সবার কাছ থেকে। অনিয়ম, প্রতারণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে সর্বত্র পাতা দুই নম্বরের ফাঁদ। এখানে চলছে একে অপরকে প্রতারিত করার তীব্র প্রতিযোগিতা।

মিরপুরের বিআরটিএ অফিস দুর্নীতির আখড়া। বাংলাদেশের এই একটি অফিস যেখানকার চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত ঘুষ খায়। পুরো অফিসকেই বলা যায় দুই নম্বর। আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চান? আপনার ড্রাইভিং জানতে হবে না। খরচ করতে হবে তিনশ' থেকে এক হাজার টাকা। পেয়ে যাবেন দুই নম্বর লাইসেন্স। লাইসেন্সের মতো গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য একই কথা। শুধু অর্থের বিনিময়ে গাড়ি না থাকলেও আপনাকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে আমাদের বিআরটিএ'র সুযোগ্য কর্মকর্তা।

লালবাগ, আলুবাজার, সিদ্দিকবাজার, বেগমবাজার, চকবাজারসহ পুরনো ঢাকার এই অঞ্চলগুলো দুই নম্বর কাজের জন্য বিখ্যাত। কোক-পেপসির ফর্মুলা জানে পৃথিবীর দু'তিন জন মানুষ। সেই কোক-পেপসিও দুই নম্বর তৈরি করেছিলেন লালবাগের একজন গড়ফাদার-রাজনীতিবিদ। প্যানটেন, হেড অ্যান্ড সোল্ডারসহ সুখ্যাত এই শ্যাম্পু তৈরি হয় এই এলাকায়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা 'দুই নম্বর'তে জর্জরিত। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বড় দুই নম্বর করছে কোচিং সেন্টারগুলো। তারা ছাত্রছাত্রীদের থেকে অর্থ নিয়ে প্রতারণা করছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ- সব শিক্ষকরাই জড়িয়ে পড়েছেন 'দুই নম্বর' কর্মকাণ্ডে।

দুই নম্বর চলছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। ডাক্তাররা হাসপাতালে রোগী দেখতে বা অপারেশন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তারা বেসরকারি ক্লিনিকের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।

মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুই নম্বর করছেন রাজনীতিবিদ-আমলারা। রাজনীতিবিদরা জনগণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দেন তার প্রায় সবই দুই নম্বর। তারা জনগণ এবং দেশের কথা বলে কাজ করেছেন নিজের জন্য।

ইঞ্জিনিয়ারদের দুই নম্বরের কারণে বিল্ডিং, ব্রিজ ভেঙে পড়ে, ফুটওভার ব্রিজের গার্ডার ভেঙে পড়ে মারা যায় মানুষ। সং পথে টিএন্ডটির একটি ফোন পেতে হলে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অনিয়ম দুর্নীতি প্রতারণায় বিশ্বে আমরাই এখন প্রথম। ট্রান্সপারেন্সি অব ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত জরিপে দুর্নীতির তালিকায় স্থান পেয়ে আমরা অন-হ্যাটট্রিকে রয়েছি। আসলে এভাবে কোনো সমাজ চলতে পারে না। এ থেকে এখন পরিত্রাণ প্রয়োজন। এখন দরকার হারিয়ে যাওয়া সামাজিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। দেশ, সমাজ, পরিবার, সর্বোপরি সবার জন্য সং, সুন্দর একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে।